ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR. ৩ 2000 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

৬৬

এসএসসি পরীক্ষা আজ শুরু

নকলরোধে কঠোর ব্যবস্থা

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের পাঁচটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে
২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথম দিনে আজ
ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও যশোর) এবার মোট
এসএসসি পরীক্ষার্থী ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৬৬২ জন। এর মধ্যে ৪ লাখ ৩ হাজার ৪২৮ জন
মেয়ে পরীক্ষার্থী।

এদিকে, আগামী শনিবার থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শুরু হচ্ছে দাখিল পরীক্ষা।

আজ থেকে শুরু হয়ে এসএসসির লিখিত পরীক্ষা চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। অন্য
বছরগুলোর চেয়ে এ বছরই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা শেষ করা
হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এবারই পরীক্ষা চলাকালে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত
করার জন্য প্রয়োজনে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নকল
রোধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল
প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হলে সেই কেন্দ্র বাতিল করে পাশের কেন্দ্রে পরবর্তী
পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত
নেবেন।

কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে বলা হয়েছে, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই প্রশ্নপত্র ও
খাতা বিলিসহ শিক্ষা বোর্ডগুলো সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো
অনিয়ম, পরীক্ষা কেন্দ্রের বিশৃঙ্খলা এবং নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট
বোর্ডগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো ২০০ গজের ভিতর ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। এ
সময় পরীক্ষা সংশ্লিষ্টরা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষা কেন্দ্রে
নকল প্রতিরোধসহ যেকোনো অনিয়ম প্রতিরোধে শিক্ষা বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে স্থানীয়
জনপ্রতিনিধিদের প্রতি সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এবার পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে রাজশাহী

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এসএসসি পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ। এ তালিকায় ঢাকা বোর্ড দ্বিতীয়, যশোর বোর্ড তৃতীয়, কুমিল্লা বোর্ড চতুর্থ ও চট্টগ্রাম বোর্ড পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি বোর্ডের অধীনে ভিজিল্যান্স টিম কাজ করবে। কোনো ধরনের অব্যবস্থা দেখলে পর্যবেক্ষক দলগুলো দ্রুত এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডকে রিপোর্ট দেবে।